ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তসার।

বালকদিগের পাঠার্থে

শ্রীরাধানাথ বসু সর্ব্বাধিকারী

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

হইয়া

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭২ সাল।

ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তসার।

বালকদিগের পাঠার্থে

শ্রীরাধানাথ বসু সর্ব্বাধিকারী

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

হইয়া

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭২ সাল।

ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তসার।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, এবং বোধ হয় আদিম সভ্য স্থান। ইজিপ্ট (মিসর), গ্রীস ও রোম রাজ্য স্থাপিত হওনের বহুকাল পূর্ব্বে ইহার জনজনতা হইয়াছে। ভারতবর্ষকে এক্ষণে হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া বলে, এবং তদ্দেশাধিবাসীরা হিন্দু ও কোন কোন স্থলে হিন্দুস্থানী বলিয়া আখ্যাত। পুরাণে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশোদ্ভব প্রাচীন রাজাদের উল্লেখ এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে ইতিহাসকালের বিভাগ আছে। তন্মধ্যে সত্য, ত্রেতা দুই যুগে সূর্য্যবংশীয়দের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাদের প্রধান রাজধানী অযোধ্যা। ঐ বংশে মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। ত্রেতাযুগে দশরথ তনয় রাজা রামচন্দ্র তুল্য সূর্য্যবংশে কেহই যশস্বী ছিলেন না, তিনি সমুদায় রাজগুণভূষিত, পরম দয়ালু, প্রজাবৎসল নিজবাহুবলে লঙ্কার রাজা দুর্জ্জয়

রাবণকে বধ করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ জয় করেন।

চন্দ্রবংশে যযাতি পুরু যাদু ভরত প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তী হয়েন। ভরত হইতে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইল। দ্বাপর যুগে তদ্বংশীয় নৃপতিগণ প্রতাপান্বিত হইলেন। দিল্লী নগরের পূর্ব্ব প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে হস্তিনাপুর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এতদ্বংশোদ্ভব দুই শাখা, কুরু ও পাণ্ডু, এতদুভয় কুলের পরস্পর রাজ্য লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার নাম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ এবং যেস্থানে ঘটিয়াছিল তাহাকে অদ্যাপি কুরুক্ষেত্র বলে। এই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়-লাভ হয়। কলিযুগে পাণ্ডুবংশের ২৯ জন রাজত্ব করেন ও তাঁহাদের অধিকার কালে, হস্তিনাপুর হইতে দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ) নগরে রাজ-ধানী স্থানান্তরিত হয়। চন্দ্রবংশের লোপ হইলে দিল্লীর সিংহাসন অন্য অন্য বংশীয় রাজাদের হস্তে পড়িল।

ইংরাজী শাকের পূর্ব্ব ছয় শতাব্দীর মধ্য-কালে পারস্যের রাজা, দারা হিস্তাস্পেস্ ভারত-বর্ষের সিন্ধুনদীতীরস্থ দেশ সকল জয় করিয়া

রাজস্ব গ্রহণ করিয়া যান। ইহার ১৬০ বৎসর পরে গ্রীস্ দেশস্থ মাসিদোনিয়ার রাজা মহান্ আলেকজাণ্ডার উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন।

আলেকজাণ্ডরের প্রস্থানের অনতিপরে মগধ দেশের রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রতাপ বৃদ্ধি হইল। তাঁহারই মন্ত্রী বিখ্যাত কুটিল-মতি চাণক্যপণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বীর বিক্রমাদিত্য ভারতভূমে প্রসিদ্ধ রাজা হন। তিনি অশেষবিধ রাজগুণালঙ্কৃত ছিলেন ও কবি কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন নামে নয়জন মহাপণ্ডিত লইয়া সর্ব্বদাই কালাতিবাহিত করিতেন একারণ তাঁহার সভা, নবরত্নের সভা বলিয়া বিখ্যাত। তৎপ্রচলিত শাককে সম্বৎ কহে, এক্ষণে তাহার ১৯২২ গত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পর ভারতবর্ষের গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল মারহাট্টাজাতীয় (মহারাষ্ট্রীয়) রাজা শালিবাহন ও ধার নগরাধিপতি ভোজ রাজার রাজত্বের পর আর কিছুই রহিলনা। আত্মবিচ্ছেদ ও অন্তর্বিবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ, এককালে হতশ্রী ও অরা-

জক ন্যায় হইয়া মুসলমানদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মুসলমানদের ভারতবর্ষ অধিকার।

(৫৬৯) আরব দেশের মক্কানগরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের জন্ম হয়, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদের মুসলমান বলে। মহম্মদের মৃত্যুর পর অত্যল্প-কালের মধ্যেই মুসলমানেরা, আশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা খণ্ডত্রয়ের অনেক দেশ অধিকার করিয়া ইসলাম্‌রাজ্যের সীমা সমধিক বৃদ্ধি করিল। কিছুকাল পরে ইস্‌লাম রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া এক এক স্বতন্ত্র রাজ্য হয়। তাহার মধ্যে বোখারা রাজ্যের সামানীভূপতিদিগের কর্ম্মচারী আবস্তগা দশ শতাব্দীর শেষভাগে গজনেন নগরে স্বাধীন রাজা হন। তাঁহার বংশ নাথাকাতে তদীয় কর্ম্মচারী সবস্তগী সিংহাসনে (৯৭৭) উপবেশন করেন। পরে তৎপুত্র শুলতান মামূদ (৯৯৮) গজনেনের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।

শুলতান মামুদ অন্যান্য দেশ জয় পূর্ব্বক

এই ভারতবর্ষ দ্বাদশ বার আক্রমণ করেন। তাহাতে তদ্রাজ্যস্থ বহুমূল্য রত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তাপ্রবালাদি বিপুল ধন লুণ্ঠন করতঃ দেব দেবী ও স্বর্ণপ্রতিমা ও দেবমন্দিরাদি বহুকালের কীর্ত্তি সকল লোপ করিয়া যান বিশেষতঃ গুজরাট দেশস্থ সোমনাথের মন্দির নষ্ট করিতে যেমন বিপদে পড়েন তদ্রূপ আর কোন বারেই হয় নাই।

শুলতান মামুদের বংশ অত্যল্প কালেই লুপ্ত হইলে গোরীয় মহম্মদ (১১৭৪) গজনেনের সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রায় আঁট বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পরে দিল্লী রাজ্য জয় করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার পূর্ব্বক নিজ সেনা-পতি কুতবউদ্দিনের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ-করত স্বীয় রাজধানী গজনেনে প্রতিগমনকালে ঘোষর (গোক্ষুর) জাতি কর্ত্তৃক পথিমধ্যে হত হন।

পাঠান রাজা।

গোরীয় মহম্মদের মৃত্যুর পর কুতবউদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ (রাজা) হইয়া চারি বৎসর

রাজ্য ভোগানন্তর (১২১০) লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র আরামশাহকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া, জামাতা আলতামস্ বাদশাহ্ হইয়া নিজ বুদ্ধি-কৌশলে তাতার জাতীয় মোগল দিগ্বিজয়ী জিঙ্গিস্ খাঁর উৎপাতানল নিজাধিকারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বেহার (মগধ) বাঙ্গালা ও মালব দেশ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধিকার বিস্তার করেন। (১২৩৬) তাঁহার মরণের পর তদীয় তনয়া প্রগাঢ়মতি রিজিয়া বেগম আপন ভ্রাতা রকন্-উদ্দিন ফিরোজকে রাজকার্য্যে অযোগ্য দেখিয়া আপনি সার্দ্ধ ত্রয় বৎসর রাজাসনে বসিলে পর অপর ভ্রাতা বহরাম দুই বৎসর, তদন্তে তদনুজ মুসাউদ অল্পদিন রাজ্য ভোগ করেন। ইহাদের পর আলতমাসের পৌত্র দ্বিতীয় মহম্মদ অতি সুবিচারে ২০ বৎসর প্রজাপালন পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মন্ত্রী বলবন রাজ্য লইলেন তাঁহার যেমন সুখ্যাতি, তদ্রূপ অনেক অখ্যাতিও আছে। বলবনের পৌত্র কৈকো-বাদ, পিতাবর্ত্তমানে সিংহানারোহণ করেন।

সর্ব্বদা অসৎসঙ্গ সহবাসে ব্যসনাসক্ত হইয়া পাঠান্ আমীরদের কর্ত্তৃক (১২৮৮) অপহৃত হন। কুতবউদ্দিন অবধি কৈকোবাদ পর্য্যন্ত যাবদীয় নৃপতিগণকে দাস রাজা বলে।

কৈকোবাদের মরণান্তে খিলিজি বংশোদ্ভব জিলালউদ্দিন ফিরোজ রাজপদে অভিষিক্ত হন। পঞ্জাব পর্য্যন্ত দিল্লীর সীমা বিস্তৃত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের চক্রান্তে মারা পড়িলেন। আলা-উদ্দিন পিতৃব্য হনন পুরঃসর স্বয়ং (১২৫৯) তৎপদ গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুদের উপর্য্যুপরি পরাস্ত করিয়া বড়ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুজরাট, মিরাড় ও তৈলঙ্গদেশ অধিকার ও মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। আলাউদ্দিনের পুত্রদ্বয় উমার এবং মবারক ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী হন। পরে দিল্লীস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা লাহোরের শাসনকর্ত্তা তগলক গয়স্উদ্দিনকে (১৩২১) বাদসাহ করেন।

গয়স্উদ্দিন সগৌরবে চারিবৎসর রাজ্য শাসন করত পুত্র মহম্মদ তগলক্কে উত্তরাধি-

কারী রাখিয়া (১৩২৫) পঞ্চত্ব পাইলেন। মহম্মদ শা অপরিমিত ব্যয়ী, নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক। ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজ তগলক পিতৃব্য-কৃত অনেক ক্ষতি পূরণ এবং বহুসংখ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও কৃত্রিম সরিৎ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সাধারণের হিতকর কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া (১৩৮৮) পরলোক যাত্রা করেন। তৎ-পরবর্ত্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তগলক বংশে চারিজন রাজ উপাধি মাত্র সিংহাসনারোহণ করেন।

অতঃপর (১৩৯৪) আমীরেরা ফিরোজের পৌত্র মামুদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর রাজত্ব দুর্ঘটনায় পরিপূর্ণ। মালব, গুজ-রাট ও জনপুরের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হন এবং (১৩৯৮) মহাপরাক্রান্ত মোগল সেনানী তৈমুর আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করাতে, মামুদ গুজরাটে পলাইলেন। তৈমুর দিল্লীর অধিপতি হইয়া অসংখ্য লোকের ধন-প্রাণ নাশ করতঃ এদেশ হইতে প্রস্থান করিলে মামুদ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত

হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রতাপ আর কিছুই রহিল্ না। (১৪১২) তাঁহার মরণান্তে দৌলত খাঁ নামে এক জন সামান্য ব্যক্তি ১৫ মাস রাজ্য শাসন করেন। পরে (১৪১৪) সৈয়দ খিজির খাঁ ও তদ্বংশে আর তিন জন তৈমুরের অধীনতা ভান করিয়া রাজত্ব করেন, ইহাঁদের সময়ে রাজধানী ব্যতীত আর কোন অধিকারই ছিল না।

(১৪৫০) পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিলোল লোদী দিল্লীর সিংহাসনাধিকার করিয়া আপন শৌর্য্য বলে সাম্রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক, ৩৭০বৎসর রাজ্যভোগানন্তর সেকন্দর লোদীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান। সেকন্দর দিল্লীর অধিকার পুনর্বিস্তৃত করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। তৎপুত্র ইব্রাহিমলোদী পিতার কোন গুণই ধারণ করেন নাই তাহা হইতেই পাঠান্ রাজাদের শেষ হইল। যে হেতু ইতিপূর্ব্বেই মহান্ মোগল বাব্‌রশা কাবুল প্রদেশ অধীনস্থ করিয়াছিলেন, এই সময়ে দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষদের সহায়তায় দুরাত্মা ইব্রাহিমকে পানী পথের যুদ্ধে নষ্ট করিয়া দিল্লীর

বাদশাহ্ হন। বাবরের বংশাবলীকে মোগল সম্রাট কহে।

মোগল সম্রাট্।

তৈমুর হইতে বাবর শা ছয় পুরুষ। তিনি তরুণ বয়সে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া অনেক ভাগ্য পরিবর্ত্তের পর (১৫০৪) কাবুল প্রদেশ অধীনস্থ করেন। তদ্রাজ্য ২২ বৎসর অধিকার করিয়া ক্রমশঃ দিল্লী ও আগ্রা জয় পুরঃসর এ দেশে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। (১৫৩০) তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনা-রোহণ করেন। রাজত্বের আরম্ভে হুমায়ুন বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিলেও তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ শাসনীয় দেশে স্ব স্ব প্রধান হইলেন। এই দুর্যোগ সময়ে বঙ্গদেশস্থ শের খাঁ নামে এক-জন পাঠান সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি পলায়ন পূর্ব্বক পারস্য দেশের রাজা শাহতামাস্পের নিকট (১৫৪২) শরণাগত হইলেন।

শের খাঁ, শাহ উপাধি লইয়া দিল্লীর

সাম্রাজ্য অধীনস্থ করিলেন। শের শা অতি বিচক্ষণতা সহকারে চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া কালঞ্জরের দুর্গাবরোধ কালে বারুদের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া (১৫৪৫) পঞ্চত্ব পাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম শা প্রায় ৯ বৎসর পিতৃ-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। সেলিমের পুত্র ফিরোজকে ঐ বৎসরেই নষ্ট করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ শাকে রাজাসনে উপবেশন করেন। মহ-ম্মদের কুৎসিতাচরণে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এ দিগে হুমায়ূন পারস্যাধিপের আনুকূল্যে কান্দাহার, কাবুল ও লাহোর প্রদেশ আত্মসাৎ করিলেন। মহম্মদ শার মরণান্তে শের শার ভ্রাতৃপুত্র সেকন্দর, রাজপদবী গ্রহণ করেন, কিন্তু এদিকে হুমায়ূন ৯ বৎসর কাবুলে রাজ্য-শাসন পূর্ব্বক সেকন্দরকে পরাভব করতঃ দিল্লী সাম্রাজ্য পুনরধিকার করিলেন। সেকন্দর পলাইয়া বঙ্গদেশের ভূপতি হন। শের শার বংশাবলীকে সুরগোষ্ঠী বলে।

(১৫৫৬) হুমায়ূনের অবঘাতে প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার শৈশব পুত্র আকবর শা চতুর্দ্দশ

বর্ষ বয়ঃক্রমে নিজ রক্ষক বহরাম খানখানানের অধীনে দিল্লীর সম্রাট হন। তিন বৎসর মধ্যেই সমস্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের বিদ্রোহ নিরাকরণ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করেন। মালব, গুজরাট, বাঙ্গালা, খন্দেশ এবং বিরার প্রভৃতি দেশ সমূহ দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল।

মন্ত্রী আবুল-ফজলের প্রযত্নে কল্যাণকর রাজনিয়ম সকল প্রণীত হয়। হিন্দুস্থান ১৫সুবায় বিভাগ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় কর্ম্মচারীদের নিজবশে রাখিয়াছিলেন। ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া (১৬০৫) স্বর্লোক গমন করেন। মুসলমান ভূপতিগণের মধ্যে আকবর শার তুল্য জ্ঞানী কেহই হন নাই।

আকবরের পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর (পৃথিবীশ্বর) পদবী লইয়া দিল্লীশ্বর হইলেন। বিবিধ রাজগুণে ভূষিত হইয়াও পানাসক্ত বশতঃ রাজকার্য্যে অনেক শৈথিল্য করেন। ইহাঁর রাজত্বে ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌সের প্রেরিত রাজদূত, সরতমাস রো সাহেব, সম্রাটের নিকট

হইতে সুরাট নগরে ইংরাজদের কুঠী নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

(১৬২৮) জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার ২য় পুত্র শাজহান সম্রাট হইয়া ৩০ বৎসর সগৌরবে রাজ্য শাসন করেন। পরে (১৬৫৭) সম্রাটের সাংঘাতিক পীড়া হয় তাহাতে তদীয় পুত্রগণেরা, পিতার নিশ্চয় মরণ ভবিতব্য জানিয়া সাম্রাজ্য লইয়া এক বৎসরকাল পরস্পর বিরোধ করেন তম্মধ্যে তৃতীয় পুত্র আরঞ্জেব, দারা ও সুজাকে নষ্ট করতঃ পিতা ও মুরাদকে কারাবদ্ধ রাখিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আসীন হইলেন। তাঁ-হার উপাধি, আলমগীর, আরঞ্জেব কার্য্যদক্ষ এবং বিচক্ষণ সম্রাট, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অতি বিদ্বেষী। অনেক যুদ্ধের পর বিজয়পুর ও গলকন্দা রাজ্য বিনাশ পূর্ব্বক নিজাধিকার ভুক্ত করেন কিন্তু মারহাট্টাজাতীয় শিবজীকে বহু কষ্টে ও দমন করিতে পারেন নাই। উনপঞ্চাশ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগানন্তর (১৭০৭) কালগ্রাসে পতিত হন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে হিন্দুস্থান ২২ সুবায় বিভক্ত হয়।

আরঙ্গেবের পুত্র বাহাদুর শা ৪ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, তাহার অধিকাংশ কাল নানকপন্থী শীখদিগকে দমনার্থ অতিবাহিত হয়।

বাহাদুর শার মৃত্যুর পর রাজবিপ্লবের ন্যায় হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহোদর দ্বয়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট নাম ধারণ করেন অতঃপর ১৮ মাস পরেই পদভ্রষ্ট হইলে, তদীয় ভ্রাতৃপুত্র ফেরোক শের, তৎপরে আরঙ্গেবের দুই পৌত্র রফিউদ্দর জাওত রফিউদ্দৌলাত ইহাঁরা নাম মাত্র সম্রাট হন। অতঃপর বাহাদুর শার পৌত্র মহম্মদ শা (১৭১৮) সম্রাট পদে উপবিষ্ট হইলেন।

ইহাঁর রাজত্বকালে হয়দ্রাবাদে নিজাম এবং অযোধ্যায় সাদাত আলী খাঁ ও আর আর প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। মারহাট্টারা পশ্চিমদিক জয় করিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত অগবর্ত্তী হইল। দিল্লীতে সম্রাটের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষগণ চক্রান্ত করিয়া পারস্য দেশাধিপতি নাদের শা কে আবা-

হন করেন। নাদের শা ভারতবর্ষ আক্র-মণপূর্ব্বক দিল্লী নগর অধিকার এবং সামান্য অপরাধে তত্রস্থ অধিবাসীদিগের হত্যা করিয়া মহম্মদের সহিত সন্ধি নিবন্ধন পূরঃসর বিপুলার্থ লইয়া কাবুল, ঠঠ্ঠা ও মুলতানের কিয়দংশ আত্মসাৎ করত স্বরাজ্যে প্রতিগত হইলেন।

(১৭৪৭) মহম্মদের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহমেদ শা উত্তরাধিকারী হন। নিজামের পুত্র গাজিউদ্দিনতাঁহাকে চক্ষুর্হীন করিয়া বাহা-দুর শার পৌত্র, ২য় আলমগীরকে সিংহাসনস্থ করে। অতি অল্প দিন পরেই গাজিউদ্দিন তাঁহারও প্রাণ সংহার করিয়া শাজেহান নামে ঐ বংশোদ্ভব একজনকে সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু বিগত সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র আলিগোহর, বেহারে পলাইয়া ছিলেন, ২য় শাহ আলম নাম ধারণপূর্ব্বক সম্রাট পদাভিষিক্ত হন। সদাশিব রাও ও বিশ্বাস রাওর অধীনস্থ মারহাট্টারা, গাজিউদ্দিনকে দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ভারতবর্ষে একাধিপত্য করণে উদ্যত হইবাতে আফগান রাজা আমেদ শা আবদালী কর্ত্তৃক

পানীপথের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। কএক বৎসর পরে মারহাট্টাদের সাহায্যে শাহ আলম দিল্লী পুনর্প্রাপ্ত হওনের অনতিপরে গোলামকাদের নামে একজন রোহিলা, সম্রাটের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিল। মারহাট্টা সেনানী সিন্ধিয়া দিল্লীনগর অধিকার করিয়া সম্রাটকে কারাবদ্ধ রাখে, এমতকালে ইংরেজেরা দিল্লী প্রবেশপূর্ব্বক সম্রাটকে মুক্ত করতঃ তাঁহার যথা-যোগ্য সম্মান রাখিলেন।

শাহ আলমের মরণের পর দ্বিতীয় আকবর ও তদুত্তরাধিকারী মাজিম হোসেন ইঁহারা ইংরেজদের শরণাধীন রহিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ও রাজ্য স্থাপন।

(১৪৯৮) বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক বাস্কো-ডিগামা কর্ত্তৃক আফ্রিকার প্রান্ত উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে আগ-মনের জলপথ আবিষ্ক্রিয়ায় পর এদেশে ক্রমা-ন্বয়ে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ

ও ফরাসী জাতীয় বণিকেরা বাণিজ্য করণার্থে আগমন করে তন্মধ্যে ইংরেজেরা সকলকে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহারই সংক্ষেপ বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

(১৬০০) ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে এক সম্প্রদায় বণিক (ট্রেডিং কোম্পানি) ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

(১৬১২) জাহাঙ্গীর বাদশা ঐ কোম্পানিকে সুরাট, আমেদাবাদ এবং কাম্বে নগরে কুঠি নির্ম্মাণ করণে অনুমতি দেন। তৎপরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে চোলমণ্ডল (করমাণ্ডেল) উপ-কুলেও তাঁহাদের একটী কুঠি নির্ম্মিত হয়। (১৬৪০) কোম্পানি বাহাদুর তত্রস্থ রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজ-পট্টনে এক দুর্গ ও কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তৎকালে শাজাহান্ সম্রাটের অনুমতিতে হুগলিতেও এক কুঠি আরম্ভ হয়। পর্তুগালের রাজ-কুমারীকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডাধিপ, ২য় চার্লস

বোম্বাই উপদ্বীপ যতুক প্রাপ্ত হন, তাহাও (১৬৬৮) কোম্পানিকে প্রদত্ত হইল।

১ম শাহ্ আলমের পুত্র আজিম ওশ্শান কোম্পানিকে (১৬৯৮) শুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক তিনটী জমিদারী (ভূম্য-ধিকার স্বত্ব) ক্রয় করণে আদেশ প্রদান করেন এবং (১৭১৭) সম্রাট ফেরোক শেরের নিকট হইতে আরও সাঁইত্রিশটী পরগণা ক্রয়ের আদেশ পাইয়া কলিকাতায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ৩য় উইলিয়মের সম্মানার্থ তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন।

ফরাসীরাও এদেশে আগমন পূর্ব্বক পণ্ডি-চেরি (পটুঞ্চেরী) নামক নগরে কুঠি স্থাপন করে। ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের বিবা-দোপলক্ষে এখানেও ঐ দুই জাতিতে পরস্পর বিরোধ হইত। পণ্ডিচেরীর গবর্ণর (শাসন-কর্ত্তা) ডুপ্লে সাহেব, নিজামুল-মুলকের পৌত্র মুজফর জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও তদীয় জ্ঞাতি চন্দা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব পদে স্থাপিত করিবার মানস করাতে ইংরেজেরা

নিজামের পুত্র নাজিরজঙ্গকে কর্ণাটের নবাব করণার্থে সহায়তা প্রদান করেন। বহুল যুদ্ধের পর ফরাসীদের অধিপতন ও মাদ্রাজে ইং-রেজদের সীমাবর্দ্ধন হইল। বাঙ্গালা দেশে ইংরেজদের সহিত নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধ হওয়াতে নবাব, রাগান্ধ প্রযুক্ত কলি-কাতায় গমন পুরঃসর তথাকার দুর্গাধিকার করিয়া সমুদায় সম্পত্তি লুঠিয়া লয়েন। অনেক ইংরেজ তরণীযোগে অর্ণব পোতারোহণ করেন, ১৪৬ জন, নবাবের হস্তে পড়িল। তাহারা অন্ধ কুপবৎ অতি অপ্রশস্থ এক গৃহ মধ্যে সমস্ত রাত্র বদ্ধ থাকিয়া পরদিন প্রাতে ২৩ জন মাত্র জীবিত বহির্গত হইল।

এই ভয়ানক সংবাদ মাদ্রাজে প্রেরিত হইলে সেখান হইতে কর্ণেল ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিয়া (১৭৫৬) কলিকাতা নগর পুনরধিকার পূর্ব্বক সুবাদারের রক্ষিত নবাব-সৈন্যদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন। ইংরাজদিগকে কৃতকার্য্য দেখিয়া নবাবের প্রতিকুলে প্রধান২ ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র করিল। তাহাদের পরামর্শে

ক্লাইব সাহেব পলাশির রণক্ষেত্রে নবাবকে (১৭৫৭) পরাস্ত করেন। সেরাজুদ্দৌলা পলায়ন কালে রাজমহলে ধৃত ও নষ্ট হয়েন। অতঃপর ইংরেজদের মিত্রতায় সেরাজদ্দৌলার প্রধান কর্ম্মচারী মির জাফর মুরশিদাবাদে নবাব হইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না রাখাতে তৎ পদচ্যুত হন। তদীয় জামাতা কাসিম আলী সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানির বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার উদ্যোগ করাতে তিনিও তৎ পদভ্রষ্ট হইয়া,মিরজাফর পুনরভিষিক্ত হইলেন। অযোধ্যার সুবাদার সুজা-উদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট, ২য় শাহ আলম, ইহাঁরা কাসিম আলীর সহায়তা করাতে ইংরেজেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ প্রদেশ গ্রহণ করেন। নবাব, যুদ্ধের ব্যয়ার্থ প্রদান করতঃ ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। এবং সম্রাট, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোম্পানিকে (১৭৬৫) বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব গ্রহণের ভার) সমর্পণ করিলেন।

পাতা মুড়িবেন না।

এই অবধি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের প্রকৃত সূত্রপাত হয়।

দক্ষিণে ইংরেজেরা কর্ণাট প্রদেশ ইতিপূর্ব্বে অধিকার করেন, এক্ষণে (১৭৬৬) নিজামের সহিত "তাঁহার আবশ্যকমতে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করণের অঙ্গীকারে" সন্ধি স্থির করিয়া উত্তর-সরকার প্রদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই মিত্রতা-নিবন্ধনে, মাইসোর (মহিষাসুর) দেশের স্বাধীন রাজা হায়দর আলীর সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল।

কোম্পানির এ প্রকার বৃহৎ রাজ্যলাভে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট (রাজ কর্ত্তৃপক্ষ) তাঁহাদের বিষয় কার্য্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে হস্ত ক্ষেপণ করিলেন। (১৭৭৩) মহাসভা পার্লিয়মেণ্ট হইতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয় যে ভারতবর্ষীয় রাজসংক্রান্ত ও সমর সংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্য রাজমন্ত্রীগণের ক্ষমতাধীন এবং ইংলণ্ড হইতে প্রধান বিচারক ও ব্যবস্থাপক সকল নিযুক্ত হইবে, আর বাঙ্গালার গবর্ণর জেনরেল (প্রধান গবর্ণর) ও তাঁহার

কাউন্‌সিল (সদস্যগণ) ইহাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রিটিস্ অধিকারের তিন প্রেসিডেন্সি থাকিবেক। ইহাঁরা রাজ সম্মতিতে নিযুক্ত হইবেন।

(১৭৭৪) সর্ব্বপ্রথম গবর্ণরজেনেরল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দেখিলেন কোম্পানির কোষাগারে বিস্তর অপচয় ও ইংরেজদের বিপক্ষে অনেক চক্রান্ত হইতেছে। তাঁহার কাউন্‌সিলেরা ভিন্নমত হইলেও তিনি বহু কষ্টে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হায়দর আলীকে পরাস্ত, মারহাট্টাদিগকে বশীভূত এবং অযোধ্যার সুবাদার আসফ্উদ্দৌলার নিকট হইতে বারাণসীর জমিদারী গ্রহণ করেন।

(১৭৮৬)২য় গবর্ণরজেনরেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আগমন করিলেন। লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদের সহিত ব্রিটিস্‌দিগের সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত এবং দৃঢ়ীভূত হয়। কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর, হায়দরের পুত্র টিপু সুলতানের সৈন্যদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক মাইসোরের রাজধানী শ্রীরঙ্গ পট্টন অবরোধ করাতে সুলতান সন্ধি করিয়া রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিস্ ও তাঁহাদের মিত্ররাজা,

পেশবা এবং নিজামকে সমর্পণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রচলিত বিচারকার্য্য এবং রাজস্ব সংক্রান্ত অনেক ব্যাবস্থা, বিশেষতঃ জমিদার দিগের সহিত চির-সত্ত্ব-ভোগের নিয়ম, অদ্যাপি বলবৎ আছে।

(১৭৯৩) লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইংলণ্ড যাত্রা করিলে সর জন শোর তৎপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অতীব মৃদুস্বভাব বশতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিস্ গৌরবের অনেক হীনপ্রভাব হয়। (১৭৯৮) লর্ড মর্ণিংটন্ (পরে মার্কুইস্ ওএলেস্লি) গবর্ণর জেনেরল হন। ইহাঁর শাসনকালে তিপুর সহিত পুনর্যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তদ্রাজ্য বিটিস্ সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকৃত এবং যুদ্ধে তিপু সুলতান হত ও মাইসোর রাজ্য তত্রত্য প্রাচীন রাজবংশীয়দের (১৭৯৯) অর্পিত হইল অতঃপর গবর্ণরজেনেরল, অযোধ্যার নবাবের সহিত নিয়ম অবধারণপূর্ব্বক দোআব প্রদেশের নিম্নখণ্ড ও আর২ প্রদেশ সকল, সৈন্য পোষণার্থ, ব্রিটিস্ অধিকারভুক্ত করেন; এই সকল ব্যাপারোপ-

লক্ষে মারহাট্টা সেনানী সিন্ধিয়া এবং বিরারের রাজা রাঘোজিভস্‌লার সহিত সংগ্রাম বাধিল। ইহাদের সৈন্যেরা, দক্ষিণভাগে সেনাপতি ওএলেস্‌লি কর্ত্তৃক ও উত্তরভাগে লর্ড লেক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। তাহাতে, দোআবের উচ্চ খণ্ড, দিল্লি ও আগ্রা প্রদেশ; দাক্ষিণাত্যে, পূর্ব্বদিকে কটক এবং পশ্চিম দিকে গুজরাটের কিয়দংশ ব্রিটিস্‌দের হস্তগত হইল। হুলকার নামে অপর এক মারহাট্টা রাজা দোআব আক্রমণ ও তৎপ্রদেশে উৎপাৎ করাতে লর্ড লেক সাহেব তৎপশ্চাদ্ধাবমান হইয়া শীখ প্রদেশ পর্য্যন্ত তাড়ন ও তাহার রাজ্য ব্রিটিস সেনারা অধিবার করেন। ফলতঃ সন্ধির পর তৎসমুদায় তাঁহাকেই পুনরর্পিত হয়।

(১৮০৫) লর্ড ওএলেস্‌লির পদে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হন কিন্তু ভারত বর্ষে আগমনের অনতিপরেই তাঁহার কালপ্রাপ্তি হয়। সেই পদে কিছুদিন সর্‌ জর্জ বার্লো সাহেব একটিং ছিলেন।

(১৮০৭) লর্ড মিণ্টো সাহেব গবর্ণর জেনেরল

হন। প্রাচ্য দেশে ফরাসীদের অধিকার জয় করণে তাঁহার শাসন কালাতিবাহিত হয়। আইল অব ফ্রান্স, মরীচ এবং জাবা দ্বীপ প্রভৃতি অধিকৃত হয়।

১৮১৩ শালের শেষ ভাগে মার্কুইস্ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল হন। ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন, দেশীয় রাজাদের অন্তর্ব্বিবাদে ব্রিটিসেরা হস্তক্ষেপ না করাতে তাহারা এরূপ প্রবল হইয়া উঠে, যে অবশেষে ব্রিটিস অধিকারেও উপদ্রব আরম্ভ করিল। হেষ্টিংস বাহাদুর নেপালের অধীন গোরক্ষ জাতিদের দমন করিয়া হিমালয়স্থ পার্ব্বতীয় দেশ সকল গ্রহণ করেন। মারহাট্টা নৃপতিগণ কর্ত্তৃক গোপনে-পালিত পিণ্ডারী নামক দস্যুদল প্রবল হয়, তাহাদিগকেও সমুচিত ফল প্রদান পূর্ব্বক দলের মূলোৎসর্জ্জন করিয়া দেন। ইত্যবসরে পেশবা ও নাগপুরের রাজা ব্রিটিস্ দিগের অধীনতা হইতে উচ্ছৃঙ্খল হইবার চেষ্টা করিবাতে, উভয়েই (১৮১৮) তাঁহাদের হস্তে পড়িলেন। হুলকারের মন্ত্রীরাও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করে, তাঁহার সৈন্যেরা পরাস্ত

হয় ও তদ্রাজ্য ব্রিটিসেরা অধিকার করেন। এইরূপে গবর্ণরজেনেরল শত্রুকুল দমন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন করিয়া, পুনা-রাজ্য ও মারহাট্টা দেশের অধিকাংশ ইংরেজদের রাখিয়া বক্রী দেশ সেতারার রাজাকে অর্পণ করেন। নাগপুরের রাজা আপা সাহেব বিদ্রোহিতাচরণ করাতে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পূর্ব্বতন রাজার পৌত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। তরুণ বয়স্ক হুলকার ও অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণকে শরণাধীন করতঃ ব্রিটিস্‌দের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রায় সমুদায় হিন্দুস্থানে বিস্তৃত করিয়া গবর্ণর বাহাদুর ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়া রাজ্য সমধিক উন্নতাবস্থায় রাখিয়া যান।

(১৮২৩) মার্কুইস হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে, লর্ড এমহার্ষ্ট তৎপদ ধারণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে আগমন করেন। (১৮২৪) ব্রহ্ম দেশীয় অর্থাৎ মগেদের সহিত যুদ্ধ হইল ইহারা অনেক বৎসরাবধি ব্রিটিস্‌ অধিকারের পূর্ব্ব প্রান্তে উৎপাত করিত,এক্ষণে তদ্রূপ করাতে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে এক দল সৈন্য

প্রেরিত হয়, ইংরেজেরা পর বৎসর তাহাদের রাজধানী আবানগর পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়াতে ব্রহ্মরাজ অগত্যা সন্ধি স্বীকার করেন এবং তাহাতে আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম প্রভৃতি প্রদেশ সকল (১৮২৬) ব্রিটিস্ অধিকার ভুক্ত করিয়া দেন। ঐ বৎসরের আরম্ভে ভরত পুরের দুর্গও অধিকৃত হয়। পূর্ব্বে (১৮০৫) সেনাপতি লর্ড লেক সাহেব এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

(১৮২৭) লর্ড এমহার্ষ্ট ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলে তৎপদে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব আসীন হইলেন। তিনি, পাঁচ বৎসর এ দেশে থাকিয়া, বহুবিধ রাজ কার্য্য সংক্রান্ত নিয়ম স্থাপন, দেশীয় হিতকর ব্যাপার সম্পাদন এবং সতীদের সহমরণ নিষেধ করিয়া যান। এই বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অতীব প্রতিষ্ঠাভাজন হন।

লর্ড অকলণ্ড সাহেব (১৮৩৬) ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া, রুসিয়ানদিগের ভারতবর্ষআক্র-মণের আশঙ্কায়, আফগানদিগের সহিত যুদ্ধা-

রম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে চীন দেশবাসী-দের সহিতও সংগ্রাম উপস্থিত হয়। (১৮৪২) কাবুলের বিশ্বাসঘাতকদিগের হস্তে ব্রিটিস সেনাগণের হত্যার শোকাবহ সংবাদ আগমনের পরেই অকলাণ্ড সাহেব স্বদেশ যাত্রা করিলে, গবর্ণরী পদে লর্ড এলেন্‌বরা সাহেব উত্তরা-ভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে আফগান ও চীনাধিপতির সহিত সন্ধি ও সিন্ধুদেশ জয় হয়। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া তদ্রাজ্যের যথার্থ স্বত্বাধিকারীকে রাজ্যার্পণ করিয়া যান।

লর্ড এলেন্‌বরা সাহেব এই সকল মহদ্ব্যা-পারে কৃতকার্য্য হইয়াও যশোভাগী হন নাই, (১৮৪৪) প্রত্যাহূত হয়েন। এবং গবর্ণরজেনেরল সর-হেনরি হার্ডিং (পরে লর্ডহার্ডিং), তৎ-পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হইয়া শীখ জাতির সহিত যুদ্ধ করেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর শীখেরা পরাভব এবং পঞ্জাব রাজ্যের কিয়দংশ ব্রিটিস্ সীমান্ত-র্গত হইল (১৮৪৮) বৎসরারম্ভেই লর্ড ডেলহৌসী বাহাদুর গবর্ণর জেনেরল পদাভিষিক্ত হন।

পঞ্জাব দেশে দ্বিতীয় বার শীখদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। গবর্ণর বাহাদুর শত্রুদিগকে নিতান্ত পরাস্ত করতঃ পঞ্জাব রাজ্য সম্যক্‌রূপে অধিকার করেন এবং ব্রহ্ম দেশীয়দের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধান্তে পেগুরাজ্য ও তদ্রূপ হইল। এই সময়ে ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের সীমা, উত্তর দক্ষিণে, হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ, ও পূর্ব্ব পশ্চিমে, সিন্ধুনদী হইতে ঐরাবতীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

গবর্ণর সাহেব স্বদেশ প্রতিগমনের পূর্ব্বে অযোধ্যা রাজ্য (যাহা এ পর্য্যন্ত স্বাধীন মুসলমান রাজার অধিকার ছিল) ব্রিটিস্ রাজ্যভুক্ত করিয়া (১৮৫৬) প্রস্থান করেন।

লর্ড কেনিং বাহাদুরের শাসনকালে ব্রিটিস অধিকারস্থ সিপাহী সৈন্যেরা বিদ্রোহিতাচরণ পূর্ব্বক ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করে, ফলতঃ ব্রিটিসজাতির সাহস ও রণদক্ষতায় সকল বিপদানল নির্ব্বাণ হইল। ইহাঁর শাসনকালে (১৮৫৭) কোম্পানির ইজারা রহিত হইয়া ভারতবর্ষ মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন হইল।

সমাপ্ত।

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

পুস্তক	মূল্য
মেঘনাদবধকাব্য ১ম ভাগ সটীক	১৲
ঐ ... ২য় ভাগ ...	১৲
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ...	॥০
বীরাঙ্গনা কাব্য	॥০
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	।০
কৃষ্ণকুমারী নাটক... ...	১৲
পদ্মাবতী নাটক ...	৸৶০
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১৲
ঐ ইংরাজী অনুবাদ ...	১৲
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ...	।৶০
একেই কি বলে সভ্যতা ? ...	॥০
পিশাচোদ্ধার	॥০
সীতাহরণ	৸০
বাসবদত্তা (গদ্য) ...	॥০
ঐ (পদ্য) ...	১০
সাহিত্য মুক্তাবলী ...	॥০
সমাসমালা	৶১০
দায়ভাগোপক্রমণিকা ...	॥০
উপদেশ মালা	।০
আফ্রিকার মানচিত্র ...	৫
ভূগোলসূত্র	৶১০
প্রাণিবৃত্তান্ত	॥০
প্রথম পাঠ	৴০
দ্বিতীয় পাঠ	৴০
তৃতীয় পাঠ	৶০
কাদম্বরী নাটক	১৲
বিদ্যাসুন্দর নাটক ...	১
ঐ কাপড়ে বাঁধা ...	১।০
শিক্ষাপ্রণালী	২
গোলকের উপযোগিতা ...	॥০
মানসাঙ্ক ১ম ভাগ ...	৴১০
ঐ ২য় ভাগ	৶০
বীরবাহু কাব্য	॥০
ভারত-ভ্রমণ কাব্য ...	॥০
চীনের ইতিহাস	১
কবিরাজ খুড়ো	৶০
জানকী নাটক	১৲
কবিতা কৌমুদী	।০
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	॥০
সীতার অন্বেষণ	॥০
বীরবাক্যাবলী	।০

নগদ টাকা দিলে পুস্তক-ব্যবসায়ীদিগকে সকল পুস্তকেই শতকরা ২০৲ টাকার হিসাবে কেবল শিক্ষাপ্রণালী, গোলকের উপযোগিতা ও মানসাঙ্কে ১২॥০ টাকার হিসাবে, এবং প্রাণিবৃত্তান্ত, প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় পাঠে ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। আফ্রিকার মানচিত্রে কমিসন নাই।

নগদ টাকা দিয়া ৫০০ ভূগোল-সূত্র একেবারে লইলে ২৫৲ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। ইতি তাং ২০ জানুয়ারি ১৮৬৬ সাল।

ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস,
নং ১১২, বহুবাজার।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।